■ মানুষ-জমি অনুপাত এবং জনবসতির ঘনত্বের সম্পর্ক (Relationship between Man-Land Ratio and Population Density)

মানুষ-জমি অনুপাত এবং জনবসতির ঘনত্বের মধ্যে যেসব সম্পর্ক বর্তমান সেগুলি হল—

(1) মানুষ-জমি অনুপাত ও জনবসতির ঘনত্ব উভয় ক্ষেত্রেই জমির আয়তন ও জনসংখ্যাকে অনুপাতের একক হিসাবে ধরা হয়। তবে মানুষ-জমি অনুপাতে জমি বলতে কার্যকরী জমিকে বোঝায়, কিন্তু জনবসতির ঘনত্বের জমি বলতে মোট জমির আয়তনকে বোঝায়।

(2) জনবসতির ঘনত্ব জমির ওপর জনসংখ্যার গাণিতিক চাপের পরিমাণকে নির্দেশ করে, কিন্তু মানুষ-জমি অনুপাত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে।

(3) জনবসতির ঘনত্বের সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা অবনতির ধারণা ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ যেসব জমি মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না তাও এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু মানুষ-জমির অনুপাত শুধুমাত্র কার্যকরী জমির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বলে এই ধারণার সাহায্যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির ধারণা ব্যাখ্যা করা যায়।

(4) জনবসতির ঘনত্বে জনসংখ্যার বিস্তৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না। কিন্তু মানুষ-জমির অনুপাত জনসংখ্যার বিস্তৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন অঞ্চলে দেশান্তর-এর ফলে জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস ঘটে। যেমন—স্তেপ তৃণভূমি, মধ্য আমেরিকার সমভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে জনসংখ্যা কম থাকায় মানুষ-জমি অনুপাত বেশি। অনুরূপ কারণে তরাই অঞ্চলে ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জনবসতি বৃদ্ধির ফলে ওই অঞ্চলের মানুষ-জমির অনুপাত অধিক।

(5) কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন, কৃষিজ উৎপাদন পদ্ধতি, কৃষি পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষ-জমির অনুপাত যতটা কার্যকর, জনবসতি ঘনত্বের ধারণা ততটা কার্যকর নয়।

(6) মানুষ-জমির অনুপাত থেকে যে-কোনো দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন করা সম্ভব হয়। মানুষ-জমির অনুপাত বেশি হলে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ কম হবে। অপরপক্ষে, ওই অনুপাত কম হলে মাথাপিছু সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হবে। তবে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি বা কম হলে মাথাপিছু সম্পদ বণ্টনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

Scanned with CamScanner

মানুষ-জমি অনুপাত এবং জনবসতির ঘনত্বের সম্পর্ক

বিষয়	মানুষ-জমি অনুপাত	জনবসতির ঘনত্ব
(1) সংজ্ঞা	মোট জনসংখ্যার সঙ্গে মোট কার্যকর (আবাদযোগ্য) জমির অনুপাতকেই মানুষ-জমির অনুপাত বলা হয়।	মোট জনসংখ্যার সঙ্গে মোট জমির আয়তনের অনুপাতকে জনবসতির ঘনত্ব বলা হয়।
(2) সূত্র	$\frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট কার্যকর বা আবাদযোগ্য জমির আয়তন}}$	$\frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট জমির আয়তন}}$
(3) জমির মান	মানুষ-জমি অনুপাত জমির গুণগতমান বোধক কিংবা গুণজ্ঞাপক অর্থাৎ এই হিসাবে জমির কার্যকারিতা বোঝা যায়।	জনবসতির ঘনত্ব জমির পরিমাণ জ্ঞাপক, এই হিসাব অনুযায়ী জমির গুণগত অবস্থা বোঝা যায় না।
(4) জমির চরিত্র	মানুষ-জমি অনুপাতে এই কার্যকর জোতকে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ যে জমি ব্যবহারের অযোগ্য তাকে আবাদযোগ্য জোত বলে ধরা হয় না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোট ভৌগোলিক জমির থেকে কার্যকর বা আবাদযোগ্য জোতের পরিমাণ কম।	জনবসতির ঘনত্বে মোট জমির পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়। ওই জমির মধ্যে কতটা জমি মানুষের উপকারে আসে, তা বিচার করা হয় না।
(5) জনবসতির কেন্দ্রিকতা	জনবসতির তীব্রতা অর্থাৎ কার্যকর জমি অনুযায়ী মানুষের চাপ কতটা তীব্র এই হিসাব থেকে বোঝা যায়।	জনরসতি কতটা ব্যাপক এবং কার্যকর জমির ওপর তার বন্ধন কেমন, এই হিসাব অনুযায়ী তা বোঝা যায় না।
(6) অর্থনৈতিক উন্নতির ধারণা	অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা অবনতির ধারণা করা যায়।	অর্থনৈতিক উন্নতির ধারণা করা যায় না।
(7) জীবনযাত্রার মানের আভাস	মানুষ-জমি অনুপাত থেকে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যেমন সঠিক ধারণা পাওয়া যায়, তেমনি এর দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কেও একটি ধারণা লাভ করা যায়।	জনঘনত্ব থেকে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন কোনো স্মার্বিক পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি ওই দেশের বা অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কেও কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।
(8) কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা	মানুষ-জমি অনুপাত থেকে কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।	জনঘনত্ব পরিমাপ করে কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভ করা যায় না।
(9) জনসংখ্যা বণ্টনের প্রকৃতি	মানুষ-জমি অনুপাত থেকে জনসংখ্যা কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের কারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে এবং এই থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া যেতে পারে।	জনসংখ্যার ঘনত্ব থেকে কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভ না হলেও জনসংখ্যা বণ্টনের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

Scanned with CamScanner